অনুষ্ঠানে পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় রাজ্যে যোগাযোগ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন হচ্ছে। সোনামুড়া-দাউদকান্দি এই অভ্যন্তরীন জলপথ চালু হওয়ার ফলে রাজ্যের উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হবে। পাশাপাশি বিরাট সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। দেশের প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর ভারত গঠন করার ক্ষেত্রে কৃষকদের উন্নয়ন করতে আহ্বান জানিয়েছেন। রাজ্য সরকার সেই দিশায় কাজ করছেন।

অনুষ্ঠানে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক তার ভাষণে বলেন, আজকের দিনটি শুধু ত্রিপুরার জন্য নয়, সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য ঐতিহাসিক দিন। আজ সোনামুড়া নৌবন্দর আন্তর্জাতিক স্তরে ঠাঁই করে নিয়েছে। রাজ্যের সামগ্রীক উন্নয়নে এই জলপথটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে সাংসদ আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে ঢাকাস্থিত ভারতের হাই কমিশনার রিভা গাঙ্গুলি দাস বলেন, ভারত ও বাংলাদেশ দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী সুযোগ্য নেতৃত্বে উভয় দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও মজবুত হচ্ছে। বর্তমানে উভয় দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কও আরও শক্তিশালী হয়েছে। সোনামুড়া-দাউদকান্দি এই ৯৩ কিমি জলপথটি চালু হওয়ায় ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য মাইলস্টোন স্থাপন হয়েছে। এই জলপথের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণে ব্যয়ও অনেক কম হবে। ফলে ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি উপকৃত হবে।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, ত্রিপুরাস্থিত বাংলাদেশের সহকারি হাই কমিশনার কিরাটি চাকমা, ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান আদিত্য মিশ্র, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে এবং অধিকর্তা প্রশান্ত কুমার গোয়েল। এছাড়াও ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অব ইন্ডিয়ার চেয়ারপার্সন অমিতা প্রসাদ।

****